দৈনিক বাংলা

তারিখ 21 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

27

ডিগ্রী পরীক্ষা বাতিল

পরীক্ষা স্থগিত নয়, পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত নয়, পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ৫টি কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষাই বাতিল করে দিয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি মেহেরপুর কলেজ, আবদুলপুর কলেজ, ডোমার কলেজ, নওগাঁ সরকারী কলেজ ও আদিনা ফজলুল হক কলেজের ১৯৮৬ সালের ডিগ্রী (পাস-সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরীক্ষার ব্যাপক গণ-টোকাটুকি, শিক্ষকদের দুর্নীতি এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর সুনির্দিষ্ট অভিযোগেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে, সাড়ে তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই হঠাৎ করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। নিশ্চয়ই পরিস্থিতি তাদের এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। তারা নিশ্চয়ই ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নটিও বিবেচনা করেছেন। এ সিদ্ধান্ত সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

তবুও কিছু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। কারণ, আমাদের দেশে গণটোকাটুকি আদৌ নতুন কোন খবর নয়। গত ডিগ্রী পরীক্ষায় রাজধানী ঢাকায়ই কোন কোন কলেজে শতকরা ৮৭ ভাগ পাসের খবর পাওয়া গেছে। আবার কোন কলেজে কেউই পাস করেনি। এ চিত্রটি যেমন আছে, তেমন আছে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা। সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় এবার এসএসসি পরীক্ষার পূর্বে দেশের অনেক পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়। সেসব কেন্দ্রের জন্য কোন দেন-দরবারই কাজে আসেনি। এবং লক্ষ্য করা গেছে যে এ পদক্ষেপ সীমিত ক্ষেত্রে হলেও সুফল বয়ে এনেছে। পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনকারীরা অনেকেই পরীক্ষায়ই বসেনি।

প্রশ্ন হচ্ছে, পরীক্ষা বাতিলের পূর্বে এধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব ছিল কিনা। কারণ, কোন কেন্দ্রের পরীক্ষাই বাতিল করা হলে সৎ ছেলেমেয়েরাও অন্যের অপরাধের জন্য অপ্রত্যাশিতভাবে শাস্তি পায়। আর শিক্ষকের দুর্নীতি বা আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির জন্য সকল পরীক্ষার্থী নিশ্চয়ই দায়ী নয়।

তাই আমরা মনে করি, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যেই ভেবে-চিন্তে পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। হঠাৎ করে কয়েকটি কেন্দ্রের পরীক্ষা বাতিল করে এ সমস্যা মোকাবিলা করা যাবে না। তাই উল্লিখিত ৫টি কলেজের ডিগ্রী পরীক্ষা সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন বলেই আমাদের ধারণা।